# উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার!

লুলু আম্মানসূরা

বর্তমান যুগকে কী নামে ডাকা যায়? আধুনিক যুগ নাকি তথ্যপ্রযুক্তির যুগ নাকি বিনোদনের যুগ নাকি পুঁজিবাদের যুগ? যে নামেই ডাকা হোক, আমাদের দেশ বা এই উপমহাদেশের নারীদের জন্য এটা এখন পর্যন্ত লড়াইয়ের যুগ, যুদ্ধের যুগ, অধিকার আদায়ের যুগ। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে আমাদের দেশের নারীরা গার্মেন্টস থেকে শুরু করে গণভবন পর্যন্ত সর্বত্র নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার ছাপ রাখলেও নিজেদের অধিকার ও সম্মান প্রাপ্তির জায়গাটা এখনো ভীষণ দুর্বল ও বৈষম্যপূর্ণ। আর এই বৈষম্য একদম গোড়াতেই নিহিত– নিজের ঘরে, নিজের বাবা মায়ের সাথে যে রক্তের চিরস্থায়ী সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের অধিকারেই।

হ্যাঁ, উত্তরাধিকারের কথা বলছি আমি।

উত্তরাধিকার-এর সাথে অধিকার ও সম্মান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একজন মানুষের জন্ম, অস্তিত্ব, নাড়ির বন্ধন ও রক্তের পরিচয় অর্থবহ হয় উত্তরাধিকারের মাধ্যমে। এটা শুধু সম্পদ নয়, পরিচয়ও। এই পরিচয়, সম্মান, স্বীকৃতি ও অধিকারের জায়গায় নারী ও পুরুষ দুজনেই কি সমান? অত্যন্ত দুঃখ, আক্ষেপ ও লজ্জার সাথে বলতে হচ্ছে– না! এই গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় ও অধিকারের জায়গায়, লিঙ্গবৈষম্য খুব বাজেভাবেই উপস্থিত। এই বৈষম্য যুগ যুগ ধরে লালিত ও পালিত হচ্ছে ধর্ম, সংস্কৃতি এবং আইনের মাধ্যমে। অর্থাৎ অস্তিত্বের খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নারীকে বঞ্চিত করা হচ্ছে ধর্ম ও আইনের সিল দিয়ে। চলুন কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বৈষম্যের ব্যাপারটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করি।

**উদাহরণ ১**

করিম সাহেবের একমাত্র সন্তান রেহানা। হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনায় করিম সাহেবের মৃত্যু হলো। তখন রেহানা একমাত্র সন্তান হবার পরেও বাবার সম্পদের মাত্র অর্ধেক পাবে। বাকি অর্ধেক চলে যাবে তার চাচাত ভাইসহ অন্যান্য ওয়ারিশদের কাছে।

আমরা এবার সবকিছু ঠিক রেখে কেবল রেহানাকে রেহান বানিয়ে দিই। তখন কিন্তু আর চাচাত ভাইয়েরা ওয়ারিশ হবে না। অর্থাৎ কন্যাসন্তান পুং লিঙ্গধারী নয় বলে তার জন্মদাতার সম্পত্তিতেও পূর্ণ অধিকার পাবে না।

**উদাহরণ ২**

ধরা যাক, রহিম সাহেব এক ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে মারা গেলেন। তখন দুই কন্যা একত্রে যা পাবে, পুত্র একাই তা পাবে। অর্থাৎ, বোনের চেয়ে ভাইয়ের অধিকার দ্বিগুণ। এই আইন নারীদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের অর্ধেক মর্যাদা রাখো।

**উদাহরণ ৩**

শফিক সাহেব বাবা-মায়ের একমাত্র পুত্র। তিনি বিয়ে করলেন এবং একটা কন্যাসন্তানের (শেফা) জনক হলেন। শফিক সাহেব মারা গেলেন। খেয়াল করুন, এখানে কিন্তু শফিক সাহেবের কোনো ভাই-বোন নেই, তিনি বাবা-মায়ের একমাত্র পুত্র এবং তার একমাত্র সন্তান শেফা। এ ক্ষেত্রে কি শেফা বাবার সমস্ত সম্পত্তি পাবে?

না, এ ক্ষেত্রেও পাবে না। কারণ তার শিশ্ন নেই। এজন্য অর্ধেক সম্পত্তি চলে যাবে শফিক সাহেবের চাচা ও চাচাত ভাইদের কাছে।

মাতা থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তির বেলাতেও একই ব্যাপার ঘটবে।

জি, এটাই এ দেশের মুসলিম উত্তরাধিকার আইন। মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী, মৃত ব্যক্তির মেয়েই যদি একমাত্র সন্তান হন, তাহলে সেই মেয়ে মোট সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। যদি একাধিক মেয়ে থাকে এবং ছেলে না থাকে, মেয়েরা মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে এবং এ অংশ সব মেয়ের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হবে। বাকি সম্পত্তি অন্যরা পাবে।

বাবার মৃত্যুর সময় যদি তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ মেয়ের মা বেঁচে না থাকেন, তাহলে তাদের পুরো সম্পত্তির অর্ধেক তাঁর মেয়ে পাবে। তাঁর মেয়ে অর্ধেক পাওয়ার পর বাকি সম্পত্তি অন্য ওয়ারিশরা পাবে। যদি স্ত্রী বেঁচে থাকেন, তাহলে তাঁর স্ত্রী সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবে এবং মেয়ে সম্পত্তির অর্ধেক পাবে এবং বাকি সম্পত্তি অন্যরা পাবে।

মেয়েকে পুরো সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি উইল করে দেওয়া যাবে না। এর বেশি উইল করলে অন্য উত্তরাধিকারীদের সম্মতি লাগবে। আর উইল কার্যকর হবে উইলকারীর মৃত্যুর পর। অনেকে মেয়ে বা মেয়েদের হেবা করে দিয়ে মেয়ের কাছ থেকে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রি এবং তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা নিয়ে থাকেন। এ ধরনের পাওয়ার অব অ্যাটর্নি হতে হবে রেজিস্ট্রিকৃত এবং সাবালক মেয়েদের সম্মতিতে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, আইন ও ধর্মের মাধ্যমে তথা ধর্মভিত্তিক আইনের মাধ্যমে বৈধভাবে নারীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে এই একুশ শতকে এসেও।

এ তো গেল মুসলিম পারিবারিক আইনের কথা, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন কী বলে চলুন দেখে নেওয়া যাক :

বাংলাদেশে প্রচলিত হিন্দু উত্তরাধিকার আইনানুযায়ী পুত্রসন্তানের বর্তমানে কন্যাসন্তান কোনো সম্পত্তি পায় না। হিন্দু আইনে সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে আইনে উল্লিখিত নির্দিষ্ট ক্রম বা তালিকা অনুসরণ করতে হয়। উত্তরাধিকারীদের তালিকা করার পদ্ধতি আবার দুই ভাগে বিভক্ত, মিতাক্ষরা আর দায়ভাগ। আমাদের বাংলাদেশে দায়ভাগ অনুসরণ করা হয়। দায়ভাগ মতে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের অধিকারী মাত্রই উত্তরাধিকারী।

দায়ভাগ অনুসারে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি নিম্নে বর্ণিত ৫৩ জনের যে ক্রম দেওয়া হয়েছে, সেই ক্রম অনুসারেই বণ্টন করা হবে :

১. ছেলে
২. ছেলের ছেলে
৩. ছেলের ছেলের ছেলে
৪. স্ত্রী, ছেলের স্ত্রী, ছেলের ছেলের স্ত্রী, ছেলের ছেলের ছেলের স্ত্রী
৫. মেয়ে

তালিকায় কন্যার স্থান পঞ্চমে। কন্যার চেয়েও পুত্রবধূ এগিয়ে আছে। এই আইন অনুসারে ৫৩ জনের যে তালিকা আছে, তাদের মধ্যে যেসব স্ত্রীলোক রয়েছে তারা সম্পত্তি বিক্রি বা কোনো প্রকার হস্তান্তর করতে পারবে না। কেননা তারা কেবল ভোগদখল করতে পারবে, কখনোই মালিকানা অর্জন করতে পারবে না। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি যদি কোনো স্ত্রীলোকের কাছে যায়, অর্থাৎ তার স্ত্রী বা কন্যা এদের কাছে যায়, তাহলে এদের মৃত্যুর পরেও সম্পত্তি পুনরায় মৃত ব্যক্তির অন্য পুরুষ ওয়ারিশদের কাছে চলে যাবে। এভাবে

যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো পুরুষ উত্তরাধিকার সম্পত্তি না পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন অনুসারে প্রথম মৃত ব্যক্তির পুরুষ উত্তরাধিকারদের জন্য অপেক্ষমাণ থাকবে। অর্থাৎ পুরুষ ছাড়া গতি নাই, সম্পত্তি নাই, অধিকার নাই, সম্মান নাই! নারী হয়ে জন্মাবার অপরাধ ও অপমান ঘুচবে কেবল পুত্রবতী হলেই! (আশার কথা, সম্প্রতি বিবাহ নিবন্ধন, বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব, দত্তক ও সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকার– হিন্দু নারীর এমন অধিকারগুলো সুরক্ষায় নীতিমালা বা নির্দেশনা গ্রহণে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতা কেন আইনগত কর্তৃত্ব-বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট। সুশীল সমাজেও এই বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।)

তবে খ্রিষ্টান ধর্ম এ ক্ষেত্রে অনেক আধুনিক। খ্রিষ্টান ধর্মে উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয় The Succussion Act, ১৯২৫ অনুসারে। The Succussion Act-এর ২৭ ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে পুত্র ও কন্যা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সমান অংশের দাবিদার। অপরদিকে বৌদ্ধধর্মে উত্তরাধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো বিধানের উল্লেখ না থাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা হিন্দু দায়ভাগ উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চলে। যেহেতু এই দেশে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী খুবই কম সংখ্যক, তাই খ্রিষ্টান ধর্মের উত্তরাধিকার আইনের আধুনিকতার ছোঁয়ার সাথে আমরা পরিচিত নই। তবে এ ক্ষেত্রে একটা তথ্য শেয়ার করার লোভ সামলাতে পারছি না। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরির ২য় স্ত্রী অ্যান বোলেইন যখন প্রথম এলিজাবেথকে জন্ম দিলেন, তখন কন্যাসন্তান জন্মদানের জন্য তাঁকে অনেক লজ্জিত হতে হয়েছিল। রাজা তাঁর সিংহাসনের উত্তরসূরি হিসেবে একজন পুত্রসন্তান পেতে আগ্রহী ছিলেন। অর্থাৎ বলতে চাইছি, উত্তরসূরি হিসেবে কন্যা ও পুত্রসন্তানকে সমান চোখে দেখার ইতিহাস খ্রিষ্টান ধর্মে খুব প্রাচীন না, নতুনই বলতে গেলে।

এ তো গেল আইনের কথা, বাস্তবতা আসলে কী বলে? বাস্তবে কন্যাসন্তানরা কতটুকু সম্পত্তি পায় বা গ্রহণ করে? কন্যারা কি মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ অনুসারে বণ্টিত সামান্য সম্পদটুকুও পাচ্ছে? না, তাও পাচ্ছে না। এর কারণ মূলত দুইটি–

১. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের পরিবার ও সমাজের বোঝা এবং অস্থায়ী সদস্য ভাবা হয়।

২. নারীদের সন্তান উৎপাদন ও গৃহকর্মের প্রধান নিয়ামক হিসেবে ধরা হয়, কিন্তু সম্পত্তিতে তাদের অধিকার দেওয়া হয় না।

আমাদের সমাজে পিতার মৃত্যুর পর ভাইয়েরা বোনদের প্রাপ্যটুকু দেয় না, এমনকি বিধবা নারীদেরও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এক গবেষণায় দেখা যায়, প্রান্তিক পর্যায়ে, নারীদের ৯০ শতাংশ জমির মালিকানা ভাইদের। অন্য গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে মাত্র ৪৩.২ শতাংশ নারী তাদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি পেয়ে থাকে। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের এক গবেষণায় দেখা গেছে, কৃষিজমির মালিকানার ক্ষেত্রে মাত্র ৩.৫ শতাংশ জমির মালিক নারীরা।

গবেষক ড. মো. নজরুল ইসলামের মতে, নারীরা মুসলিম আইন অনুযায়ী প্রাপ্যটুকুও না পাবার কারণগুলো হচ্ছে–

১. উত্তরাধিকার সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকা;

২. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার আশংকা;

৩. নারীর বিবাহের খরচ জোগানো;

৪. নারীর নাইওর হারানোর ভয়;

৫. নারীর আত্মনির্ভরশীলতা;

৬. মেয়েলি মনস্তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতার অভাব;

৭. নারীর নিরাপত্তাহীনতা;

৮. প্রাপ্য অংশ বুঝে নিতে চাইলেও ভাইদের কাছ থেকে যথাযথ সহযোগিতা না পাওয়া;

৯. অংশ খুব কম হওয়ায় নিতে অনীহা;

১০. দূরত্বের কারণে নিতে অনীহা;

১১. নারীর আত্মসম্মান;

১২. সম্পত্তি আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা;

১৩. সাংস্কৃতিক বাধা;

১৪. পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা;

১৫. সামাজিক বাধা; এবং

১৬. বহুবিবাহের প্রভাব।

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান যে, হিন্দু ও মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারী বঞ্চিত কেবল পুরুষ না হবার জন্য এবং মুসলিম আইন অনুযায়ী যেটুকু নারীর পাবার কথা, তাও তারা পাচ্ছে না, যা নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের পাশাপাশি সামাজিকভাবে অমর্যাদাকরও। পুঁজিবাদী এই দুনিয়ায় পুঁজিতে নারীর অধিকার কম দেওয়া মানে দুনিয়াকেই কম দেওয়া, নারীকে একটু কম মানুষ হিসাবে গণ্য করা।

কৃষি সভ্যতার শুরু থেকে কৃষিকাজে নারী-পুরুষ উভয়েরই যুক্ততা থাকলেও ক্রমশ নারীদের গৃহস্থালি কাজের দিকে ঠেলে দিয়ে পুরুষেরা কৃষিকাজের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তখনকার প্রেক্ষাপটে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার হয়ত দরকার হতো না, যেহেতু তার কাজ ছিল অন্দরমহলে। কিন্তু সময় পালটেছে। নারীরা এখন পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে হাটে, মাঠে এমনকি মহাকাশেও কাজ করছে। এ ছাড়া, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের জন্য অনেক দম্পতিরই শুধু একটা বা দুইটা কন্যাসন্তানই হচ্ছে। আর সেই কন্যারাই বাবা-মায়ের দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করছে। সুতরাং পরিবর্তিত সমাজের পরিবর্তিত সময়ে, পরিবর্তিত পরিবেশ ও কাঠামোতে উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন একান্ত জরুরি। জন্মগত অধিকারে গলদ রেখে বৈষম্যহীন সমাজ গড়া অসম্ভব।

সবশেষে একটা প্রশ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে–

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী আপনার পিতার সম্পত্তিতে আপনার অংশ কত?

লুলু আম্মানসূরা লেখক ও সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকটিভিস্ট। ammansura.bd@gmail.com

## তথ্যসূত্র

১. https://landregistrationbd.com

২. https://dolil.com/muslim-succession/

৩. উইকিপিডিয়া

৪. A.M. Sultana (2010) `Socio-cultural dimensions of women's discriminations and rural communities', Ozean journal of Social Science 3(1):32-38.

৫. World Bank, Whispers to voices: Gender and Social Transformation in Bangladesh, at 76(2008) Bangladesh Development Series, Paper No. 22

৬. A.M Sultana Zulkefli NEBM, `Discrimination against women in the developing countries: a comparative study', International Journal of Social Science & Humanities 2(3), 2012.

৭. ড. মো. নজরুল ইসলাম, 'ইসলামে উত্তরাধিকার আইন ও বাংলাদেশের নারী সমাজ : একটি পর্যালোচনা', জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস, ভলিউম-৮, নং-১ জানুয়ারি-জুন ২০১৮।

৮. https://www.prothomalo.com/bangladesh/9hmnbc0ixc